The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
সত্য প্রকাশে আপসহীন

২০৫০ সালে দেশে কৃষক পাওয়া নিয়ে শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: বৃহস্পতিবার, ৪ আগস্ট, ২০২২, ১:৪০ এএম | অনলাইন সংস্করণ Count : 81

অ + অ - অ

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফলে ছোট হচ্ছে কৃষিজমি। এ ছাড়া কৃষকের স্থান দখল করে নিচ্ছে যন্ত্র। এসব ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের অভাবনীয় বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যয় কমিয়ে কৃষির চিরাচরিত সংজ্ঞাটিকেই পালটে দিয়েছে। বর্তমানে কৃষি পুরোদস্তুর বাণিজ্যের রূপ নিতে চলেছে। ফলে ২০৫০ সালে দেশ থেকে হারিয়ে যেতে পারে কৃষি শ্রমিক। এর পাশাপাশি পারিবারিক খামারও হারিয়ে যেতে পারে। পারিবারিক কৃষি মানে পরিবারভিত্তিক কার্যক্রম এবং এটি গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বুধবার নগরীর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) কনফারেন্স রুমে ‘ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অব দ্য বেঙ্গলি ফ্যামিলি ফার্ম’ শীর্ষক প্রবন্ধে এসব কথা তুলে ধরেন যুক্তরাজ্যের বাথ ইউনিভার্সিটির সোশ্যাল অ্যান্ড পলিসি সায়েন্স বিভাগের ইমেরেটস অধ্যাপক ড. জিওফ উড।

প্রবন্ধ উপস্থাপনায় উড বলেন, খাদ্য নিরাপত্তায় ফ্যামিলি ফার্ম ব্যাপক অবদান রাখে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিশ্বায়ন ের ফলে কৃষিজমি কমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে হারিয়ে যাচ্ছে ফ্যামিলি কৃষি ফার্ম। কৃষিতে নতুন বৈচিত্র্য এসেছে। সনাতন পদ্ধতির স্থলে জায়গা করে নিয়েছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ। আমরা যে
কৃষিকে চিনতাম আশির দশক থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত, তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আগে কৃষক যেভাবে নিজের জমি নিজে চাষ করত সেই সনাতনী চরিত্র নেই।'

তিনি আরও বলেন, এখানে তিন ধরনের সম্ভাবনা আছে। তার মধ্যে একটা হলো, ফার্মগুলো ভেঙে যাবে, দ্বিতীয়ত এর পরিবর্তনে বড় কমার্শিয়াল ফার্মের জন্ম হবে,
তৃতীয়ত হলো সনাতনী রূপটা থাকবে না আবার কমার্শিয়ালও থাকবে না। এর মাঝামাঝি কিছু একটা থাকবে। তবে এখানে কৃষকের জায়গাটা নেবে সার্ভিস প্রভাইডাররা। এর ফলে কৃষক পুরোপুরি কৃষি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। জমিটা একটা গোষ্ঠী নিয়ে কমার্শিয়াল চাষাবাদ করবে সিজনাল সময়ে। বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘন বসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে বিশ্বায়ন ও নগরায়ন চলছে। যে দেশে রেমিট্যান্স একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। কৃষি খাতের ভূমিকা বাড়ছে কারণ অল্প জমি থেকে বেশি মানুষকে খাওয়াতে হচ্ছে। তাহলে কৃষকের কাজ কি সার্ভিস প্রভাইডাররা পূরণ করতে পারবে? বাংলাদেশে কৃষিকাজে বর্গা জমি বেড়েছে এটা ২০ থেকে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। নতুন একটা গোষ্ঠী কৃষিকাজে এলে তারা কোন মোটিভেশনালে এলেন। তারা কৃষি খাতকে শোষণ করার জন্য এসেছেন? এসব নিয়ে আমাদের আরও আলোচনা করতে হবে। একটা কাজের মধ্য দিয়ে সুরাহা করতে হবে।

দেশের বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এমএ সাত্তার মণ্ডল বলেন, মালিকানাকেন্দ্রিক বা পরিবারভিত্তিক যে কৃষি তা হারিয়ে যাচ্ছে। আগে দেখতাম অনেক ধনী কৃষক নিজের জন্য ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যের জন্যও ফসল ফলাতেন। একদিকে জমি খণ্ড খণ্ড হচ্ছে, অন্যদিকে এ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা আসছে। বিশেষ করে গ্রামীণ তরুণরা কৃষিজমিতে কাজ করছে।'

ছোট জমিতে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে কৃষি অর্থনীতিবিদ বলেন, আমাদের ধারণা ছিল বড় যন্ত্র ব্যবহার করতে হলে বড় পরিসরে জমি দরকার। তা হলে কি হবে কৃষির! এটা নিয়ে বড় শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলাম। আমরা মনে করছিলাম যন্ত্র দক্ষ ব্যবহার করতে হলে বড় জমি লাগবে। তবে আমি বাংলাদেশে একটা ভিন্নতা দেখেছি। এটা আমরা নিজেদের জন্যই করেছি। এমন প্রযুক্তি আছে জমি ছোট হলেও ব্যবহার করা যাবে। এখানে জাপানি ও চীনারা বড় ভূমিকা পালন করেছে। ছোট খামারেও যন্ত্র চলে। যেমন একটা শ্যালো মেশিন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ১৫ একর জমি লাগে। কিন্তু অনেক কৃষকের ১৫ একর জমি নেই অথচ শ্যালো মেশিন আছে। এটা কীভাবে হলো এক বা একাধিক কৃষক শেয়ার করে শ্যালো মেশিন ব্যবহার করতে লাগল। এ ছাড়া পাওয়ার টিলারও কয়েকজন কৃষক মিলে ব্যবহার করতে লাগল। ব্যাংক বা সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দক্ষভাবে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ব্যবহার করছেন কৃষক। অনেক কৃষক এক হয়ে এটা ব্যবহার করছেন নিজেদের তাগিদে।'

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অংশ নেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান, ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পারিবারিক কৃষি মানে মাঠের কৃষি, মৎস্য, গোচারণ ভূমি, গবাদিপশু লালন-পালন। পুরুষ-মহিলা সব সদস্য মিলে সম্মিলিত শ্রম বিনিয়োগ করে থাকে এখানে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো পারিবারিক কৃষি উৎপাদন ও সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। জাতীয় অনেক কিছুর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে পারিবারিক কৃষিতে। এগুলো যে দেশের যত সুন্দর সুষ্ঠু আর সমৃদ্ধ সে দেশের পারিবারিক কৃষিও তত উন্নত ও সমৃদ্ধ।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: কমলেশ রায়, আমিন মোহাম্মদ মিডিয়া কমিউনিকেশন লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক গাজী আহমেদ উল্লাহ।
নাসির ট্রেড সেন্টার, ৮৯, বীর উত্তম সি আর দত্ত সড়ক (সোনারগাঁও রোড), বাংলামটর, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৯৬৬৩০১৫, ৯৬৬৩০১৯ মোবাইল : +৮৮০১৭১৩-০৬৪৩৪৭, ই-মেইল : shomoyeralo@gmail.com